দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়ন। এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, বিশ্বে বাংলাদেশ অন্যতম ডেমগ্রাফিক ডিভিডেন্ট সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ যেখানে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সফলভাবে সম্ভব হচ্ছে। যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report-2021' অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৯তম, যা ২০২০ সালে ১৩৩তম স্থান থেকে ৪ ধাপ এগিয়ে। সরকার আর্থ সামাজিক খাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বাজেটের প্রায় ২৩.৮৮ শতাংশ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে। শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে এর আলোকে বহুবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি হতে জন জীবনের সুরক্ষা ও মৃত্যু রোধে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর আওতায় পূর্বেই National Deployment and Vaccination Plan প্রণয়ন করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ এর ভ্যাক্সিন/টিকা দান কর্মসূচির আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন ও অসমতা হ্রাস করে জনগণের জীবনমানে গুণগত পরিবর্তন সরকারের প্রধান লক্ষ্য। কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২২ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৭.৩ কোটি। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। 'Human Development Report-2021' অনুযায়ী ২০২১ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৯ তম। মানব উন্নয়ন সূচকের হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা (৭৩), মালদ্বীপ (৯০) ও ভূটান (১২৭) বাংলাদেশের উপরে এবং ভারত (১৩২) নেপাল (১৪৩), মায়ানমার (১৪৯), পাকিস্তান (১৬১) এবং আফগানিস্তান (১৮০) বাংলাদেশের নীচে অবস্থান করছে। বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.১ঃ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ

বৎসর	২০০০	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
সূচকের মান	০.৪৮৫	০.৫৫৩	০.৬০২	০.৬১২	০.৬২২	০.৬৩৫	০.৬৪৪	০.৬৫৫	০.৬৬১

উৎসঃ Human Development Report-2021, UNDP

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

করোনা ভাইরাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের যথা: শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতের বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বলয় বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর।

২০২২-২৩ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত এসব খাতসমূহে মোট বাজেটের প্রায় ২৩.৮৮ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ২৪.৯৩ শতাংশ। মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে বিবেচনা করা হয়। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ দুই খাতে মোট ১,১৮,৩১২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৯.৫৯ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ফলশ্রুতিতে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও এইডস এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ফলে এসব খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে সারণি ১২.২ ও লেখচিত্র ১২.১-এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.২ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (পরিচালন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২১৫৬১	২৮২৭২	৩৩৪৯৯	৩৪৩৭০	৫২৯১৪	৬৫৪৪৪	৬৭৯৩৫	৭৯৪৮৮	৮৫৭৬২	৯৪৮৭৭	৯৯৯৭৮
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৯১৩০	৯৯৫৫	১১৫৩৭	১২৬৯৫	১৭৪৮৬	২০৬৫২	২৩৩৮৩	২৫৭৩৩	২৯২৪৭	৩২৭৩১	৩৬৮৬৩
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	৯৭৬	১০৬১	১০৬৮	১১৯৯	১৩৪৩	১৮০৩	২০০৮	২০৬৩	২০৫৭	১৭০৯	১৯১৯
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১৩৪	১৯২	২২৬	৩০২	৩০৮	২৬২	২২৭	৩১৩	৩৫০	৩৬৫	৩৫৭
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৪০৯১	৪৭৩০	৫৯৬২	৭৬১৩	৯৪৩৩	১১৩৯৪	১৩৩৪৩	১৫০৮৩	১৬২৮৫	১৯৬৫৮	২১৪৭৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৫৮৩	৬৩৩	৬৮৪	৭৭৯	৮৪০	১১৫০	১৩০৯	১১৯৪	১২৩৫	১১৮২	১৩৩৮
মোট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৩৬৪৭৫**	**৪৪৮৪৩**	**৫২৯৭৬**	**৫৬৯৫৮**	**৮২৩২৪**	**১০০৭০৫**	**১০৮২০৫**	**১২৩৮৭৪**	**১৩৪৯৩৬**	**১৫০৫২২**	**১৬১৯২৯**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। (*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক)

লেখচিত্র ১২.১: মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

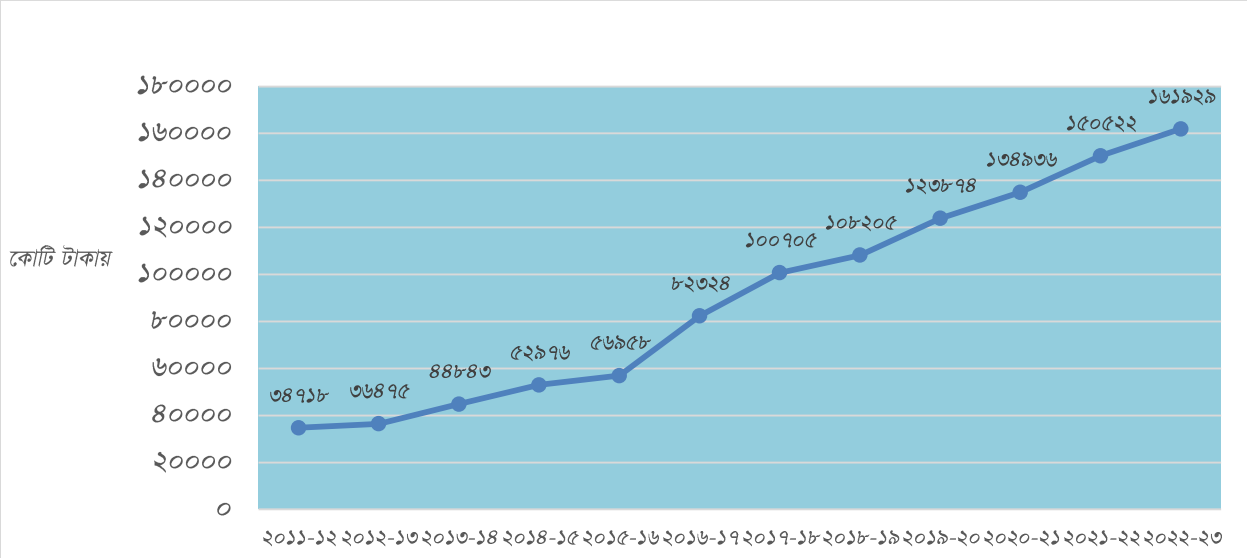

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক)

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

কোভিড-১৯ অভিঘাতের ক্রান্তিকাল কাটিয়ে উঠে শিক্ষার উন্নয়নকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। 'রূপকল্প ২০২১' এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণীত হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন সূচকে সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার উপবৃত্তি, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪), চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং বিদ্যালয় বহির্ভুত ও ঝরে পড়া শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রমসহ আরো কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৮,৮৯১টি (রস্ক সেন্টার, বিভিন্ন এনজিও স্কুল, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসা/মসজিদভিত্তিক কেন্দ্র/কওমী মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভতির অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫। ২০২১ সালের বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী অনুসারে তা প্রায় ৫০:৪৯-এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ পদ মহিলাদের নিয়োগের বিধান প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালে ২১.০৯ শতাংশ থেকে ২০২১ সালে প্রায় ৬৪.৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত

সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণি ১২.৩ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৩ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র (শতাংশ)	ছাত্রী (শতাংশ)	নীট ভর্তির হার (শতাংশ)
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫ (৪৯.৫০)	৮৫.৬৩ (৫০.৫০)	৯৪.৮
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯ (৪৯.৬০)	৯২.৯৩ (৫০.৪০)	৯৪.৯
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩ (৪৯.৮০)	৯৫.৪০ (৫০.২০)	৯৬.৭
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১ (৪৯.৯৪)	৯৮.০৪ (৫০.০৬)	৯৭.৩
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯ (৪৯.৩০)	৯৯.১৪ (৫০.৭০)	৯৭.৭
২০১৫	১৯০.৬৮	৯৩.৬৯ (৪৯.১৪)	৯৬.৯৯ (৫০.৮৬)	৯৭.৯
২০১৬	১৮৬.০৩	৯২.২৮ (৪৯.৬০)	৯৬.৭৫ (৫০.৪০)	৯৭.৯৬
২০১৭	১৭২.৫১	৮৫.০৮ (৪৯.৩০)	৮৭.৪৭ (৫০.৬৮)	৯৭.৯৭
২০১৮	১৭৩.৩৮	৮৫.৩৯ (৪৯.২৫)	৮৭.৯৯ (৫০.৭৫)	৯৭.৮৫
২০১৯	২০১.২২	৯৯.৬৯ (৪৯.৫৫)	১০১.৫৩ (৫০.৪৫)	৯৭.৩৪
২০২০*	২১৫.৫১	১০৫.৬০ (৪৯.০০)	১০৯.৯১ (৫১.০০)	৯৭.৮১
২০২১*	২০১.০১	১০১.৪২ (৫০.৪৬)	৯৯.৫৯ (৪৯.৫৩)	৯৭.৪২

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। (* প্রাক-প্রাথমিকসহ)

আর্থ-সামাজিক নানাবিধ কারণে অনেক শিক্ষার্থীকেই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে দেখা যেত, তবে সরকারের নেয়া নানা বাস্তবমুখী কর্মসূচির ফলে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্য সারণি ১২.৪-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৪ঃ বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার

বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
মোট ঝরে পড়ার হার (শতাংশ)	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪	১৯.২	১৮.৮	১৮.৬	১৭.৯	১৭.২	১৪.১৫

উৎসঃ বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আদমশুমারি-২০২১ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে সাম্প্রতিককালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করা, স্কুল সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতি বছর বছরের প্রথম দিন বই উৎসবের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে

নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২৩ সালে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ৬৩.২৯ লক্ষ, প্রাথমিক স্তরের জন্য মোট ৯.৬৬ কোটি এবং ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির (চাকমা,মারমা,ত্রিপুরা, গারো, সাদরি) শিক্ষার্থীদের (১ম-৩য় শ্রেণি) জন্য ২.১২ লক্ষ পঠন সামগ্রী/পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' আয়োজন করা হচ্ছে। করোনা মহামারির কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে ফুটবল টুর্নামেন্ট দু'টি অনুষ্ঠিত হয়নি। সর্বশেষ ২০২২ সালের ফুটবল টুর্নামেন্ট দু'টি ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- ২০০৯ সাল হতে সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং ২০১০ সাল হতে এবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২০ এবং ২০২১ সালে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। আগামীতে এ সমাপনী পরীক্ষা আর অনুষ্ঠিত হবে না মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ১.৩০ কোটি শিক্ষার্থীদের মা/অভিভাবকদের নিকট মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে জুলাই ২০১০-জুন ২০২২ মেয়াদে ৪,৯৯১.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম' বাস্তবায়িত হয়েছে। ১০৪টি উপজেলার ২৯ লক্ষ শিশুদের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্কুল খোলার দিন দৈনিক ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণ করা হয়। প্রকল্পটি জুন ২০২২-এ সমাপ্ত হয়েছে।

- মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সৃষ্ট পদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২০ সালের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ প্রাক-প্রাথমিকসহ সহকারি শিক্ষকের ৩৭,৫৭৪টি পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩৫,০১৭ জন সহকারি শিক্ষক পদে যোগদান করেছেন। ইতোমধ্যে আরো শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

- বিদ্যালয় বহির্ভুত এবং ঝরে পড়া ৮-১৪ বছর বয়সী প্রায় ১০ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৪ এর আওতায় 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে ১ লক্ষ শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। আরও ৯ লক্ষ ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- দেশের দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যে ৭টি বিভাগের আওতায় ৬৪ জেলার ২৫০টি উপজেলায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর কিশোর ও বয়স্কদের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামো সুবিধাদি

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- ২০১০ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত মোট ২৯,৯৬২টি বিদ্যালয়ে ১,১৫,৫৮৮টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

- পিইডিপি-৪ এর আওতায় ৫০,০০০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১০,৫০০টি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ৩,২৭৩টি বিদ্যালয়ে ১২,৭৪১টি কক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে ২৯,০০০টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হবে এবং ১৫,০০০টি বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

- চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর আওতায় মোট ৪০,০০০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হবে, তন্মধ্যে ৬,০৬৫টি বিদ্যালয়ে

২৬,৫১৬টি কক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ৩,৪৮১টি ওয়াশব্লক এবং ৩,৯৫০টি নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর আওতায় মোট ২৫,০০০ অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হবে, তন্মধ্যে ৪,৮৩১টি বিদ্যালয়ে ২২,১৪০টি কক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২,৫১৮টি ওয়াশব্লক এবং ৩,১৯৯টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

- ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দন প্রকল্পের আওতায় ৩৫৬টি বিদ্যালয় উন্নয়ন করা হবে, যার ৪১টি বিদ্যালয়ের মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে এবং ১০টি বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

সরকার টেকসই ও মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। মাধ্যমিক শিক্ষার হার ও জেন্ডার সমতায় অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার লক্ষ্যে সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ছাত্র ও শিক্ষকদের বৃত্তি-উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান, মেধার বিকাশে নানারূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সহায়ক নীতিমালা ও পরিবেশ তৈরি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বেসরকারি এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ই-বুকের প্রচলন, উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুণগত, অংশগ্রহণমূলক ও সার্বজনীন শিক্ষা অপরিহার্য। আর এ জন্য প্রয়োজন মানসম্মত ও আধুনিক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ। বিগত ২০০৯-১০ সাল থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত ১৩,১১৩টি ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং ১৪,১০০টি ভবন এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় ৩,০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, "নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় ১,০০০টি মাদ্রাসায় ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একাডেমিক কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। খুলনা, বরিশাল ও সিলেট শহরে ০৭টি নতুন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৪,৬৯৮টি মেরামত ও সংস্কার কাজ কর্মসূচিভুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে, ১০,৮৮৩টি মেরামত ও সংস্কার কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক কম্পিউটার/আইসিটি ল্যাব নির্মাণ করা হয়েছে। কলেজ পর্যায়ে ICT ভবন, ICT লার্নিং সেন্টার, টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (TTC)-এ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা বিশেষত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- আসন্ন নতুন জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এর আলোকে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয় চালু করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটেই-বুক আপলোডের ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত যে কেউ পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে ডাউন লোড করে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করতে পারছে। ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির English For Today পাঠ্যপুস্তকের Listening Text এর অডিও তৈরি করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকসমূহের ব্যবহার সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ১৬টি পাঠ্যপুস্তকের Interactive Digital Text (আইডিটি) এর কার্যক্রম সম্পন্ন করে ওয়েবসাইটে আপলোডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে ।
- শিক্ষাবর্ষে নতুন শিক্ষা ক্রমের আলোকে প্রণীত ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির সকল বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার নিমিত্ত শিক্ষকগণের জন্য অডিও ভিজুয়াল

প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে এবং সকল শিক্ষককে মুক্তপাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টারভূক্ত সেবাসমূহ নিয়ে সরকারের একসেবা (MyGov) সার্ভিস চালু করা হয়েছে। একসেবা প্লাটফর্মের মাধ্যমে নাগরিক আবেদনসমূহ খুব সহজেই ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রহণ করার ফলে সরকারের সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের Online এন্ট্রিকরণের কাজ চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) অ্যাপ এর আওতায় পরিদর্শন করা হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ৪৮.৪৭ লক্ষ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১৩২১.৭৭ কোটি টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮.৭৩ লক্ষ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে ৫৬৯.৬০ কোটি টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিনামুল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে। বছরের প্রথম দিন পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিন সারা দেশে একযোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৩৩.৪৮ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে কারিগরি শিক্ষাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যেমন, অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, ৬৪টি টিএসসি এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ১০,৮৫৬টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন সরকারি প্রতিষ্ঠান ২০৫টি। কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে গত ১০ বছরে ভর্তির হারে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০২১ সালে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ছিল ১৫.৭৯ শতাংশ। সরকার এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০শতাংশ এ উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কারিগরি শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (NTVQF) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করতে এবং দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে TVET শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। দেশে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প, ৪টি বিভাগীয় শহরে (সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর) ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন এবং ৪টি বিভাগে (চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর) ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

সরকার মাদ্রাসার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'নির্ধারিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৮০০টি মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ৬৫৩টি মাদ্রাসার মাল্টিমিডিয়া রুম স্থাপন এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূল শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে 'মাদ্রাসা শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ' বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে শিক্ষার মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভূক্ত করার অংশ হিসেবে বেসরকারিভাবে মাদ্রাসার উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন উৎস হতে যে অর্থায়ন পাওয়া যায়, তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে ৮,২২৯টি এমপিওভুক্ত

মাদ্রাসা রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১ম থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কুরআন, আকাইদ ও ফিকাহ, আরবি ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত সাধারণ আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হচ্ছে। সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবিএ'র মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণ করা হচ্ছে।

উচ্চ শিক্ষা

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বিগত এক দশকে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের পুরাতন প্রায় সবগুলো জেলাতেই সরকার একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৩টিতে উন্নীত হয়েছে, এর মধ্যে ৫০টিতে একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১০টি, এর মধ্যে ১০২টিতে একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে ইউজিসি কর্তৃক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: ২০১৮-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১১৯টি (পাবলিক ৪১টি ও বেসরকারি ৭৮টি) বিশ্ববিদ্যালয়ে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে IQAC প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক প্রণীত Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এটি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিশ্বমানে উন্নীত করণের লক্ষ্যে ১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম OBE এর ভিত্তিতে হাল নাগাদ করা হচ্ছে। যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এছাড়া, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে কর্মমূখী বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব সঠিকভাবে মোকাবেলা করে জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে এর অর্থনৈতিক প্রভাব দৃঢ়তার সাথে কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে সরকারের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা আরো জোরদার করেছে। স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের কারণে স্বাস্থ্য সেবার বিস্তার ও গুনগত মান উন্নত হয়েছে এবং সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিয়ন্ত্রনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কালও বেড়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৫ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১*
স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৮.৯	১৮.৮	১৮.৭	১৮.৫	১৮.৩	১৮.১	১৮.১	১৮.৮
	শহর	১৭.২	১৬.৫	১৬.১	১৬.১	১৬.১	১৫.৯	১৫.৩	১৬.৪
	গ্রাম	১৯.৪	২০.৩	২০.১	২০.৪	২০.১	২০.০	২০.৪	১৯.৫
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.২	৫.১	৫.১	৫.১	৫.০	৪.৯	৫.১	৫.৭
	শহর	৪.১	৪.৬	৪.২	৪.২	৪.৪	৪.৪	৪.৯	৪.৮
	গ্রাম	৫.৬	৫.৫	৫.৭	৫.৭	৫.৪	৫.৪	৫.২	৬.০
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৪.৯	২৫.৩	২৫.২	২৫.১	২৫.৫	২৫.৩	২৫.২	২৫.৩

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১*
	নারী	১৮.৩	১৮.৪	১৮.৪	১৮.৪	১৮.৯	১৮.৯	১৯.১	১৯.১
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৭০.৭	৭০.৯	৭১.৬	৭২	৭২.৩	৭২.৬	৭২.৮	৭২.৩
	পুরুষ	৬৯.১	৬৯.৪	৭০.৩	৭০.৬	৭০.৮	৭১.১	৭১.২	৭০.৬
	মহিলা	৭১.৬	৭২.০	৭২.৯	৭৩.৩	৭৩.৮	৭৪.২	৭৪.৫	৭৪.১
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক, <১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩০	২৯	২৮	২৪	২২	২১	২১	২২
	শহর	২৬	২৮	২৮	২২	২১	২০	২০	২১
	গ্রাম	৩১	২৯	২৮	২৫	২২	২২	২১	২২
শিশু মৃত্যুহার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩৮	৩৬	৩৫	৩১	২৯	২৮	২৮	২৮
	শহর	৩০	৩২	৩২	২৭	২৭	২৬	২৬	২৬
	গ্রাম	৪০	৩৯	৩৬	৩৩	৩১	২৯	২৮	২৯
মাতৃমৃত্যু অনুপাত (প্রতি লাখজীবিত জন্ম শিশু)	জাতীয়	১৯৭	১৯৩	১৮১	১৭২	১৬৯	১৬৫	১৬৩	১৬৮
	শহর	১৪৬	১৮২	১৬২	১৫৭	১৩২	১২৩	১৩৮	১৪০
	গ্রাম	২১১	১৯৬	১৯১	১৮২	১৯৩	১৯১	১৭৮	১৭৬
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (শতাংশ)		৬২.৪	৬২.২	৬২.১	৬২.৫	৬৩.১	৬৩.৪	৬৩.৯	৬৫.৬
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.১১	২.১১	২.১০	২.০৫	২.০৫	২.০৪	২.০৪	২.০৫

উৎসঃ Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2021.

কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

গ্রামীণ জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক হলো প্রথম সেবা কেন্দ্র। বর্তমানে সারা দেশে ১৪,২০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক 'কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার' (সিএইচসিপি) নিয়োগপূর্বক তাঁদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পর্যাপ্ত ঔষধ ও পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এ সকল কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে।

প্রতিদিন গড়ে ৩৮জন সেবা প্রার্থী একটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকেন এবং এদের ৯৫ শতাংশই নারী ও শিশু। ২০০৯ সাল থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত এসব কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে মানুষ সেবা নিয়েছে ১১৪ কোটিরও বেশী বার। এ সময়কালে প্রায় ১ কোটি রোগীকে জরুরী প্রয়োজনে ও জটিলতার জন্য উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে। সারাদেশে প্রায় ৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সেবা দেয়া হচ্ছে এবং ২০০৯ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে শুরু হওয়া এ ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

টিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ প্রতিরোধ করে শিশুদের বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য সরকার ইপিআই কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় ১০টি রোগ প্রতিরোধের টিকা প্রদান করা হচ্ছে- ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম ও রুবেলা, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া। বর্তমানে সারা দেশে সকল প্রকার টিকা গ্রহণকারীর শিশুদের হার ৯৭.২ শতাংশ। ইপিআই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৪ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করে এবং এ অবস্থান বজায় রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে অপারেশনাল প্ল্যান-এর মাধ্যমে শিশু ও মহিলাদের নিয়মিত টিকা কর্মসূচির আওতায় ৬৮১৮৬.৩৪ লক্ষ টাকার নিয়মিত টিকা ক্রয় ও সারাদেশ ব্যাপী সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে শিশু ও মহিলাদের নিয়মিত টিকা কর্মসূচির আওতায় ৯২৪০২.০৮ লক্ষ টাকার নিয়মিত টিকা ক্রয় ও সারাদেশ ব্যাপী সরবরাহের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সারণি ১২.৬ এ বছরওয়ারী ইপিআই কভারেজ এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.৬ঃ ইপিআই এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার

বছর	বিসিজি (শতাংশ)	ওপিভি-১ (শতাংশ)	ওপিভি-২ (শতাংশ)	ওপিভি-৩ (শতাংশ)	পেন্টা-১ (শতাংশ)	পেন্টা-২ (শতাংশ)	পেন্টা-৩ (শতাংশ)	হাম (শতাংশ)	এম আর-১	এম আর-২	সকল টিকা (শতাংশ)
২০১২	৯৯.০	৯৯.০	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯.০	৯৭.৬	৯০.০	৮৮.৫	-	-	৮২.৯
২০১৩	৯৫.০	৯৫.০	৯৪.০	৯২.০	৯১.০	৯৩.০	৯২.০	৮৬.০	-	-	৮১.০
২০১৪	৯৯.২	৯৫.১	৯৪.২	৯৪.০	৯১.০	৯৩.০	৯৩.০	৮৬.৬	-	-	৮১.৬
২০১৫	৯৯.২	৯৪	৯৪.৭	৯২.৭	৯২.৬	৯৩.৩	৮৬.৬	৮৬.৬	-	-	৮১.৬
২০১৬	৯৯.৫	৯৭.৮	৯৭.০	৯০.১	৯৭.৮	৯৭.০	৯০.১	৮৭.৫	-	-	৮২.৩
২০১৭	১০১.৩	১০০.১	৯৯.৩	৯৭.৯	১০০.১	৯৯.৯	৯৮.৫	৯৮.৮	৯৭.৭	৮৬.৩	৯৮.৮
২০১৮	১০০.৬	৯৯.৩	৯৮.২	৯৭.৭	৯৮.৭	৯৭.৩	৯৬.৬	৯৭.৬	৯৭.১	৯৫.৩	৯৭.৬
২০১৯	১০২.৩	১০১.৪	১০০.৩	৯৯.৩	১০১.৪	১০০.৩	৯৯.৩	৯৯.০	৯৮.৭	৯৬.৮	৯৭.১
২০২০	৯৭.৩	৯৫.৯	৯৩.৯	৯২.৬	৯৫.৭	৯৩.৭	৯২.৫	৯৯.৪	৯২.৮	৯১.৮	৯২.০
২০২১	১০৩.২	১০২.১	১০১.০	৯৯.৯	১০২.১	১০০.৯	৯৯.৭	৯৯.৭	৯৯.১	৯৭.২	৯৯.৩
২০২২	১০৪.২	১০৩.৩	১০২.৫	১০১.৬	১০২.৮	১০১.৮	১০১	-	১০১	৯৮.২	৯৯.৯

উৎসঃ. Bangladesh EPI CES ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, DHIS2 ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১,২০২২।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কৌশল, ব্যবস্থাপনা ও পদক্ষেপ

কোভিড-১৯ মহামারি হতে জন জীবনের সুরক্ষা ও মৃত্যু রোধে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর আওতায় পূর্বেই National Deployment and Vaccination Plan প্রণয়ন করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ এর ভ্যাক্সিন/টিকা দান কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উদ্যোগে www.surokkha.gov.bd ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে বয়স ও প্রাধিকার ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়। এ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার জনসংখ্যার বিপরীতে ১১৪,৩২৮,০৪৮ (৭৩শতাংশ) জন কোভিড-১৯ টিকার জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন এবং সর্বমোট ৩৬২,৪২৬,৯৫০ ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা

জাতীয় পর্যায়ে মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন র্কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে জরুরী প্রসূতি সেবা চালু, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, নার্স, মিডওয়াইফ এবং অন্যান্য কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় প্রতিটি জেলায় Emergency Obstetric Care (EmOC) চালু করেছে। বর্তমানে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, ০৩টি জেনারেল হাসপাতাল, ১৩২টি উপজলো স্বাস্থ্য কমপ্লক্সে এবং ৬৩টি মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে Comprehensive Emergency Obstetric Neonatal Care (CEmONC) এবং অবশিষ্ট উপজলো স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Basic Emergency Obstetric Neonatal Care (BEmONC) সেবা চালু আছে। EmONC সেবা সম্প্রসারণের ফলে মাতৃমৃত্যু প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৬৩ এবং নবজাতকের মৃত্যু প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২৮ এ নেমে এসেছে। এছাড়া প্রতিটি উপজেলায় মাসে ২০০ জনের বেশী মায়েদের সারভাইক্যাল এবং ব্রেষ্টক্যান্সার এর স্ক্রিনিং হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৩টি কলোনোস্কপি সেন্টার চালু রয়েছে।

মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম এর মাধ্যমে দেশের ৫৫টি উপজেলায় জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ৫০,৪৭২ জন দরিদ্র মায়েদেরকে সেবা প্রদান এবং ক্যাশ ইনসেনটিভ ও যাতায়াত ভাতা বাবদ ১,০৭১.৩২ লক্ষ টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। দুর্গম এবং প্রান্তিক এলাকার গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবর্পূব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি বেজড স্কিল বার্থ এটেন্ডেন্ট (সিএসবিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই পর্যন্ত মোট ১২,৫১০ জন মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তিনবছর মেয়াদি মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে এবং প্রায় ৩,০০০ মিডওয়াইফাররি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রায় ২,৫৫০ মিডওয়াইফকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা হয়েছে।

পুষ্টি সেবা

সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এইচপিএনএসপি'র আওতায় 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)' শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টিসেবা প্রদান, দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যাক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও একটি পুষ্টিসমৃদ্ধ জীবনপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো।

তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৪১০টি Severe Acute Malnutrition (SAM) ইউনিট এ কার্যক্রম চালু আছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশুর অপুষ্টি রোধ করার জন্য ৪১২টি Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) ও পুষ্টি কর্নার চালু রয়েছে। বস্তি, গ্রামের দুর্গম এলাকা বিশেষত চর হাওড় এলাকায় জনগণের মাঝে পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য এনএনএস বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ ও দেশী-বিদেশী বেসরকারি সাহায্য সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পুষ্টিসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কোভিড-১৯ বিষয়ক গাইডলাইন প্রণয়ন ও সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে গাইডলাইন বিতরণ করা হয়েছে। Comprehensive Competency Nutrition Training (CCTN) বিষয়ে প্রায় ৬২,০০০ কর্মকর্তা/সেবা প্রদানকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ইতোমধ্যে 'পুষ্টিই সমৃদ্ধি' শীর্ষক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের ১০৮টি পর্ব BTV World-এ প্রচারিত হয়েছে। পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত সূচকসমূহের অগ্রগতি সারণি ১২.৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৭ঃ বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	২০১১ (শতাংশ)	২০১৪ (শতাংশ)	২০১৮ (শতাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩ (শতাংশ)	মন্তব্য
স্বল্প ওজনের শিশু (০-৫৯ মাস)	৩৬.৪	৩২.৬	২২	২৫	চলমান
খর্বাকৃতি (স্টান্টিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	-	৩৬.১	৩১	২৫	চলমান
কৃশকায় (ওয়াসটিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	-	১৪.৩	১৪	<১০	চলমান
জন্মকালীন কম ওজনের শিশু	-	২২.৬**	২২.৬	<১৮	চলমান
জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৭.১	৫০.৮	৬৯	৬০	চলমান
শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৬৪	৫৫.৩	৬৫	৬৫	চলমান
গর্ভবতী রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-	এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
কিশোরীর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		চলমান
শিশুর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		চলমান
রাতকানা রোগের হার	-	০.২	০.২	<১	চলমান
গৃহস্থলী পর্যায়ে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহারের হার	৮২	-	-	এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস)	৬০	৯২*	৭৯	>৯০	চলমান

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

গত এক দশকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য খাতে আইটি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে এবং অন্যান্য তৃণমূলস্তরের কর্মীদের ইন্টারনেটসহ ল্যাপটপ এবং অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট দেয়া হয়েছে। প্রতিটি গর্ভবর্তী মা এবং অনূর্ধ্ব-৫ শিশু সম্পর্কিত তথ্য তালিকাভুক্তির জন্য প্রোগ্রামগুলি সক্রিয় রয়েছে। সকল নাগরিককে একটি অভিন্ন 'স্বাস্থ্য শনাক্তকারী কোড' সরবরাহের মাধ্যমে পোর্টেবল্ ইলেকট্রেনিক হেলথ রেকর্ড তৈরি করা হচ্ছে, যা জাতীয় আইডি কার্ডের ডাটাবেসের সাথে সংযুক্ত। জাতীয় ই-স্বাস্থ্য নীতি কৌশল এর একটি খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলিতে ভর্তি, স্বাস্থ্য খাতে মানবস্পদ ব্যবস্থাপনা, বদলী, পদায়ন, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, ছুটি, ইত্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হচ্ছে।

জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য 'স্বাস্থ্য বাতায়ন-১৬২৬৩' নামে কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৯৬টি হাসপাতালে উন্নত মানের টেলিমেডিসিন পরিষেবা সরবরাহ করা হচ্ছে। সকল বিভাগীয় ও জেলা স্বাস্থ্য অফিস, জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং উপজেলা হাসপাতালে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সরবরাহের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে একটি ভিডিও নেটওয়ার্কিং চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচী (এসএসকে)

২০৩০ সালের মধ্যে দেশে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার 'স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের কৌশলপত্রঃ ২০১২-২০৩২' প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলপত্রের আলোকে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের চিকিৎসা সেবার অর্থায়ন কৌশলের অংশ হিসেবে 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে)' প্রণয়ন করা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাসপাতালভিত্তিক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজ পকেট থেকে ব্যয় হ্রাসপূর্বক আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং তাদেরকে আর্থিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এসএসকে'র পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়। জানুয়ারি, ২০১৭-জুন, ২০২৩ মেয়াদে পরিচালিত আন্তঃবিভাগীয় সেবা গ্রহণকালে ৭৮টি রোগের জন্য রোগ-নির্ণয় ও ঔষধসহ যাবতীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেয়া হয়।

বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা

ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করার জন্য বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার চিকিৎসা ইউনিট স্থাপনে প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। একইসাথে, বর্তমানে "হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (HSM)" শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় দেশের ২ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ১৪টি জেলা সদর হাসপাতালে মোট ৩৫টি "শিশু বিকাশ কেন্দ্র" চলমান রয়েছে। শিশু বিকাশ কেন্দ্র সমূহে অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার সনাক্তকরণ ও সনাক্তকৃত শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসক, শিশু মনোবিজ্ঞানী ও ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট-এর সমন্বয়ে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে নিরলসভাবে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে ৫০টি জেলার ৫৯টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে অসুস্থ নবজাতকের বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য স্ক্যানু (SCANU) সার্ভিস চালু আছে। এই স্ক্যানুগুলোর উন্নয়নের/সম্প্রসারণের পাশাপাশি চলতি বছর বাকী ১৪টি জেলায় উক্ত সেবা চালু করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া, সরকারী হাসপাতালগুলোতে বিশেষ করে নারীদের সেবা গ্রহণ ও প্রদান অধিকতর সহজ করার লক্ষ্যে জেলা এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের হাসপাতাল কে নারীবান্ধব হাসপাতাল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এই পর্যন্ত ২১টি জেলা হাসপাতাল কে নারীবান্ধব হাসপাতাল হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি অপারেশনাল প্ল্যানের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আরো ১৯ টি জেলা হাসপাতাল কে নারীবান্ধব হাসপাতাল হিসাবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

COVID-19 মহামারি মোকাবেলা ও জনজীবন সুরক্ষা

কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে জরুরি ঋণ সহায়তায় গত ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও ভবিষ্যৎ মহামারীরোধ করার নিমিত্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ক্রয়, ভ্যাক্সিন পরিবহন ব্যয়, ভ্যাক্সিন প্রদানের নিমিত্ত ১১ কোটি অটো ডিসপোজেবেল (এডি) সিরিঞ্জ ক্রয় সহ অন্যান্য অনুসাঙ্গিক ব্যয় প্রদান করা হয়। এছাড়াও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাব (WHO maturity level-3) স্থাপন করা হয়েছে। ভ্যাক্সিন সরবরাহ ও সংরক্ষণের নিমিত্ত কোল্ড চেইন সিস্টেম ক্রয় কার্যক্রম চলমান, যা সাম্প্রতিক সময়ে সমাপ্ত হবে। ফলে দেশের জনগণের করোনা ভাইরাস জনিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রোগের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস পায়।

কোভিড-১৯ রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ফাইভ/থ্রি-ফাংশন বেড, ইমারজেন্সী ভেন্টিলেটর, পালস অক্সিমিটার, কম্প্যাক্ট গ্যাস পাওয়ার্ড ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও এমএসআর বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়। কোভিড-১৯ রোগীদের জরুরী মেডিকেল অক্সিজেন চাহিদা পূরণ করার নিমিত্ত ৩০টি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং অক্সিজেন সরবরাহ করা

হচ্ছে। এছাড়াও স্থায়ীভাবে স্বাস্থ্য সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ, ১৩ টি জেলা সদর হাসপাতালে ১০ শয্যা আইসিইউ ও ২০ শয্যা আইসোলেশন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, আরও ৩০টি জেলা সদর হাসপাতালে ১০ শয্যা আইসিইউ ও ২০ শয্যা আইসোলেশন, ২টি সংক্রামণ ব্যাধি হাসপাতালে আইসিইউ নির্মাণ চলমান রয়েছে। এসকল কার্যক্রম কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য রোগীদের নিবিড় পরিচর্যা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করবে। কোভিড-১৯ ভাইরাসজনিত রোগী শনাক্তকরণের নিমিত্ত জরুরী ভাবে আরটি-পিসিআর কিট, অ্যান্টিজেন কিট সরবরাহ করা হয়েছে। উপরন্তু, ২৭টি আধুনিক মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, ২টি বায়ো সেফটি লেভেল-৩ ল্যাবরেটরি নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোভিডকালীন সময়ে অতিরিক্ত রোগীর সেবা ও সনাক্তকরণ কার্যক্রমের জন্য জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব কনসাল্টেন্ট সহ বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ করে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়। এছাড়াও কন্ট্যাক্ট ট্র্যাসিং ও একটিভ কেইস আইডেন্টিফিকেশ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই, কেএন ৯৫ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস) প্রদান, করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারনা নির্মূলের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও ভবিষ্যৎ মহামারী মোকাবেলার নিমিত্ত দেশের ০৫টি পোর্ট অব এন্ট্রিতে মোট ০৭টি মেডিকেল স্কিনিং ইউনিট স্থাপন, ২০টি মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপন, ৬২টি জেলা সদর হাসপাতালে ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট স্থাপন, ৬৪টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট স্থাপন করা হচ্ছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

সরকারের নানা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ১.৫৭ শতাংশ, যা বর্তমানে ১.৩৭ শতাংশ। একই সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হারও বেড়েছে। বর্তমানে ৬৫.৬ শতাংশ দম্পতি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করছে অথচ ২০২১ সালে এ হার ছিল ৫৩.৮ শতাংশ। ২০০১ সালে মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা বা Total Fertility Rate (TFR) ছিলো ৩.০; বর্তমানে এই হার কমে হয়েছে ২.০৪ (উৎসঃ SVRS-2021)। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে আধুনিক ও কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ। বর্তমানের জনউর্বরতার হার ২.০৫ (এসভিআরএস-২০২১) থেকে ২০২৪ সাল নাগাদ ২.০০ এ নামিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে, যার অন্যতম হল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৬৫.৬ শতাংশ (এসভিআরএস-২০২১) থেকে ২০২৪ সাল নাগাদ ৭৫ শতাংশ এ উন্নীত করা।

কিশোর-কিশোরীদের বাল্যবিবাহ রোধ, কুফল সম্পর্কে ও কৈশোর মাতৃত্বরোধে ৯.৪৩ লক্ষ জনকে কাউন্সিলিং করা হয়েছে। যার ফলে বাল্যবিবাহের হার এবং কৈশোরকালীন গর্ভধারনের হার কমে যথাক্রমে ৫৯ শতাংশ হতে কমে ৫২ শতাংশ এবং ৩১ শতাংশ হতে ২২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। ৫০০টি মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু প্রজনন ও কিশোর কিশোরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে এবং মাতৃস্বাস্থ্য সেবার জন্য ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করা হয়েছে। নবনির্মিত ১০ শয্যা বিশিষ্ট ১৫৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের জনবলের (০৬ ক্যাটাগরীর মোট ১,৫৯০ জন) প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে, ইতোমধ্যে ১২১টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে সীমিত আকারে সেবা চালু করা রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা-মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জানুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত ১,২৫০ জন কর্মকর্তাকে ডিজিটাল মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক, মানসম্মত ও নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের জন্য দূর্গম, কম অগ্রগতি সম্পন্ন ও জনবল সংকট রয়েছে এমন ২৮টি জেলার ১০০টি উপজেলায় নিয়মিত মাঠকর্মীদের পাশাপাশি মোট ৩,৮৬৬ জন পেইড পিয়ার ভলান্টিয়ার (পিপিভি) নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন দুটি বিশেষায়িত হাসপাতাল Maternal & Child Health Training Institute (MCHTI), Dhaka এবং Mohammadpur Fertility Services and Training Center (MFSTC), Dhaka এর সেবা অটোমেশন এর আওতায় আনা হয়েছে এবং সেবা গ্রহণকারীদের ই-টিকেটিং, ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসা সেবা (মেডিক্যাল রেকর্ড) ইলেকট্রনিক্যালী সংরক্ষণ করা হয়েছে । পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত তথ্য অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহার করে 'মাসিক সার্ভিস স্ট্যাটিসটিক্স প্রতিবেদন' এবং 'মাসিক লজিস্টিক্স প্রতিবেদন' প্রকাশ করা হচ্ছে।

বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত

জনগণের কাঙ্খিত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের পাশাপাশি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেসরকারী এবং এনজিও গুলোকে মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে দেশে ৪,৫৪৪টি বেসরকারী হাসপাতাল, ৯,১৭৮টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ১৭৭টি ব্লাড ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিশেষত স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং কোভিড-১৯, ডায়রিয়া, ডেঙ্গুসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ নির্মূলে সরকারের পাশাপাশি এনজিও'র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচীর আওতায় শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেশ কিছু দেশী-বিদেশী এনজিও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। স্বাস্থ্য খাতে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য সরকার বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করায় স্বাস্থ্য শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজশাহী, চট্রগ্রাম ও সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর পর বর্তমানে শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, মান সম্মত মেডিকেল শিক্ষা সমুন্নত রাখা, মেডিকেল শিক্ষার আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজসমূহে স্নাতক পর্যায়ে যথাক্রমে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্স চালু রয়েছে। বিভিন্ন বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠ্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১৭-২০২৩ মেয়াদে সম্বলিত "স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (HPNSP)" শীর্ষক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচীর উন্নয়ন ব্যয় ৩১টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচীর আওতায় সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, গবেষণা কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের অর্জনসমূহকে টেকসই করার জন্য ও ভবিষ্যতে মহামারির অভিঘাত হতে পরিত্রাণ পাওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য-শিক্ষা, প্রযুক্তি নির্ভর, গবেষণা ভিত্তিক স্বাস্থ্য-শিক্ষার সম্প্রসারণ। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার সাথে সাথে সমানতালে এগিয়ে চলছে গবেষণা কার্যক্রম। বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি) চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছে।

নার্সিং সেবা

বর্তমানে দেশের সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রায় ৪২,১৭৬ জন নার্স চাকুরিতে কর্মরত আছেন। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সার্ভিসকে অধিকতর গুনগত মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে দেশের ১৩টি সরকারি নার্সিং কলেজে ৪ বছর মেয়াদি ১,২০০টি আসনে ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং, ৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২,৭৩০টি আসনে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এ্যান্ড মিডওয়াইফারি এবং ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,৮২৫টি আসনে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা রয়েছে। আরও ১৬ টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রুপান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি পর্যায়ে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নার্সিং-এ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ১০টি নার্সিং কলেজে ০২ বৎসর মেয়াদি পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং ও পাবলিক হেলথে নার্সিং এবং ০১টি প্রতিষ্ঠানে ০২ বৎসর মেয়াদি এমএসসি নার্সিং কোর্স চালু রয়েছে।

বৈশ্বিক করোনা ঝুঁকি মোকাবেলায় নার্স ও মিডওয়াইফগণ প্রথম সারির যোদ্ধা। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর সফলতার সাথে উন্নতমানের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা প্রদানের জন্য কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলিতে সংযুক্তিতে নার্স ও মিডওয়াইফ পদায়ন করেছে। পোষ্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং কলেজ ও নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নিয়েনা) এর ছাত্র-ছাত্রীদের ডেপুটেশন বাতিল করে তাদেরকে করোনা রোগীর সেবায় নিযুক্ত করা হয়। করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালসমূহে নার্স পদায়ন ও কোভিড ১৯ মহামারী মোকাবেলায় ৫,০৪৫ জন নতুন নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে

বিভিন্ন দেশের সাথে নার্স এক্সপার্ট এক্সচেঞ্জ, বিদেশ প্রশিক্ষণ, দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিসহ সরকার কর্তৃক নানামূখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদেরকে সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের সময়োপযোগী নীতি-কৌশল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন-২০১০ ও বিধিমালা, ২০১৩, যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ ও বিধিমালা-২০১৮, শিশু একাডেমি আইন-২০১৮, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০২০ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর চলমান অভিঘাত মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নারীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পল্লী ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র গর্ভবতী মা'দের স্বাস্থ্য ও তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে মাতৃত্বকাল ভাতা ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা প্রদান এবং মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর আওতায় ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ মোট ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৩টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। এসকল ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এর মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১,৭৪,২০৯ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়। স্বল্প শিক্ষিত, দরিদ্র ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ ও আইটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য 'তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫ বছরে ৭৮টি উপজেলায় ৮০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬টি ট্রেডে (বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং, ফ্যাশন ডিজাইন, ইনটেরিয়র ডিজাইন ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, বেবী কেয়ার এবং হাউজকিপিং) ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ৫৬,১২২ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিশুদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসহ দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সরকার বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো-গর্ভ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ, সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্যারেন্টিং কার্যক্রম, ৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা, হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম প্রসারণ করা, গ্রামীণ এলাকার কওমী মাদ্রাসা শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, চা বাগান ও গার্মেন্টস কর্মীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার স্থাপন, নিরাপদ ইন্টারনেট নিরাপদ শিশু কর্মসূচি ইত্যাদি। দুস্থ শিশুদের মেধা বিকাশে ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মেয়ে শিশুদের জন্য আজিমপুর কেন্দ্র এবং ছেলে শিশুদের জন্য ঢাকার কেরানীগঞ্জ, গাজীপুর, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে ১টি করে মোট ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া, ৬৪টি জেলায় এবং ৬টি উপজেলাসহ মোট ৭১টি কার্যালয়ে ১টি শিশু বিকাশ ও ১টি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৫ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। শিশুদেরকে অধিক হারে পাঠে মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে শিশু একাডেমি থেকে ৯০০ এর অধিক শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ

দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসুচি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা

কর্মসূচি, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

পিতৃহীন অথবা পিতৃমাতৃহীন শিশুদের লালনপালন, তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টি, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদনসহ শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দেশে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য দেশের ৬টি জেলায় ৬টি ছোটমণি নিবাস চালু রয়েছে। সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানদের সংশোধনকল্পে ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, থানা/কারাগারে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় সেফ হোমের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া প্রথমবারের অপরাধী ও লঘু অপরাধে দন্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জেলখানায় না রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে কেসওয়ার্ক, সংশোধন, সামাজিকীকরণ ও অন্যান্য আইনসংগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ৭০ টি ইউনিটে প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন সকল শিশুর সুরক্ষার জন্য 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন' কেন্দ্রসমূহ সমগ্র দেশে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকার বিভিন্ন ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষায় এবং তাদের পুনর্বাসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। যেমন- সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় স্থাপন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' চালু রয়েছে। এ সকল কেন্দ্র হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে একটি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। দেশের প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের পল্লী/শহর অঞ্চলে বসবাসরত দুস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে সমাজসেবা অধিদপ্তর ৫টি দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচিগুলো হচ্ছে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম ও আশ্রয়ন প্রকল্পের ঋণ কর্মসূচি।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ

দেশ মাতৃকার সেবায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান চিরস্মরণীয়। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করা এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত Management Information System প্রস্তুত করে G2P প্রক্রিয়ায় সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ও অন্যান্য ভাতা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরাসরি ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মকর্মশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচীর জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন

যুবসমাজকে সঠিক দিক-নির্দেশনা, কর্মোপযোগী কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ

মানবসম্পদে পরিণত করে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ, যুবঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচি চালু রয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে জানুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩৩.১১ লক্ষ যুবক ও যুবমহিলাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ৭.৫৪ লক্ষ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের প্রকল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির আওতায় ডিসেম্বর-২০২২ পর্যন্ত ১২.১ লক্ষ উপকারভোগীকে মূল ও ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হতে ২০৫৭.১৫ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। অদ্যাবধি দেশের ৪৭টি জেলার ১৩৮টি উপজেলা ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রীড়ার মানোন্নয়নে নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী আধুনিক স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিং পুলসহ ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি, ক্রীড়াক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতেও সরকারের কার্যকর ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের খেলাধুলা আয়োজন ও পরিচালনার জন্য বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জামাদি প্রদান করা হচ্ছে। ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুব মহিলাদের ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে এবং ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে মাস্টার্স অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠককে আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন' ২০১১ প্রণয়নের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উক্ত ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মোট ১,৫০০ জন অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠককে অনুদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

সরকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আসছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৮টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের প্রত্নসম্পদ ও নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থাপনা ও নিদর্শনসমূহের জরিপ, উৎখনন, সংস্কার ও সংরক্ষণসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলছে।

সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনার কাজ পরিচালনা করে থাকে এবং প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে অমর একুশে গ্রন্থমালা আয়োজনসহ বিভিন্ন দিবস উৎযাপন করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত ১২টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐ সকল সংস্কৃতিকে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭টি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। রোজ গার্ডেন, বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণের বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাংলাদেশের মৌলিক ইতিহাস, পুরাকীর্তি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ইতিহাস ঐতিহ্য, জাতিতাত্ত্বিক, আদিবাসী সংশ্লিষ্ট, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, চারুকলা-শিল্পকলা, কারুকলা,

স্থাপত্যকলা ও মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নিদর্শন, কৃতি-সন্তানদের স্মৃতি নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা-প্রকাশনা ও জাদুঘরে আগত দর্শকদের প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গ্যালারিতে উপস্থাপন করে থাকে। '১৯৭১ : গণহত্যা নির্যাতন-আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণ ' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৩২২২.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চলমান রয়েছে। কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিকে অটোমেশন করা হয়েছে। কপিরাইট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য "বাংলাদেশ কপিরাইট ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। দেশের প্রত্নসম্পদ ও নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থাপনা ও নিদর্শনসমূহের জরিপ, উৎখনন, সংস্কার ও সংরক্ষণসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে 'দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি দ্বারা দেশব্যাপী পাঠকদের দোরগোড়ায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, 'সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির প্রকোপ চলমান থাকায় সৌদি আরবে পবিত্র হজব্রত পালনের অনুমতি না পাওয়া যাওয়ায় ২০২০ এবং ২০২১ সালে হজযাত্রী প্রেরণ বন্ধ ছিল। তবে, ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে হজযাত্রী প্রেরণ পুনরায় চালু হয়েছে। ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত ৬০,১৪৬ জন হজ্বযাত্রী নির্বিঘ্নে হজ্বব্রত সম্পন্ন করেছেন। হজ্ব ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধিক প্রয়োগের নিমিত্ত চলতি ২০২৩ সালে সকল হজ্বযাত্রীর ডাটাবেজ ম্যানেজসহ নিবন্ধিত হজ্বযাত্রীদেরকে বায়োমেট্রিক ভিসা প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৮,৮৩২ জনকে ২.৬৫ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য এবং ৬০০ জনকে ১.২০ কোটি টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল থেকে মঠ/মন্দির/শ্মশান উন্নয়ন এবং অসচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণের জন্য মোট ৪.৮০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল হতে প্রতিষ্ঠান মেরামত এবং সংস্কারের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা বার্ষিক অনুদান প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের এনডাওমেণ্ট তহবিল হতে ৫০ টি চার্চ/গীর্জা/উপাসনালয়ে ২০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস ইসলাম প্রচার-প্রসারের অন্যতম মাধ্যম ইসলাম বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রণ কাজের জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ হিসেবে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। জুলাই, ২০২২ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিভাগের ৮৫টি টাইটেলের বই এ প্রেস থেকে মুদ্রণ করা হয়েছে। হালাল সনদ বিভাগ ২০২২-২৩ সালে দেশের ৬৭ টি বণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে হালাল সনদ প্রদান করেছে। সারাদেশে ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষাদানসহ ধর্মীয় শিক্ষকদের ব্যবস্থাপনার কাজ পরিবীক্ষণের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকার পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাহাড়ি জনগণের উন্নয়ন এবং তাদের গৌরবময় সংস্কৃতি অক্ষুন্ন করার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৩২.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য জেলায় (এডিপিভুক্ত-১৬টি এবং উন্নয়ন সহায়তার আওতায় ১,৯২০টি স্কিম) সর্বমোট ১,৯৩৬টি প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত বরাদ্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, তথ্য প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, মিশ্র ফল ও মসলার বাগান সৃজন, ৪৫০০টি পাড়াকেন্দ্রে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা ও শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, সুপেয় পানি সরবরাহ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিকাশসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের উন্নয়ন কার্য চলমান রয়েছে, যার অগ্রগতি খুবই আশাব্যঞ্জক।

সম্প্রচার কার্যক্রম

সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য সরকারের শীর্ষ পর্যায়সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়ায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করা হয়। দেশব্যাপী বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পের সংখ্যা ১৩টি। এ সমস্ত প্রকল্প/কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বব্যাপি

গণমাধ্যমসহ যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং এর যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেই অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত ও সম্পৃক্ত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী ও শিশুর উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, জঙ্গিবাদ মোকাবেলা, মাইগ্রেশনসহ নানা বিষয় জনগণকে ইতিবাচকভাবে সচেতন করে তোলা ও বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ফিল্ম আর্কাইভিং ব্যবস্থায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্বলিত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিসহ পুরনো চলচ্চিত্র পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি (১ম পর্যায়) প্রকল্পটি সফলভাবে সমাপনান্তে এর ২য় পর্যায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের পুরাতন এনালগ পদ্ধতির যন্ত্রপাতি পরিবর্তনপূর্বক ডিজিটাল যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান সম্প্রচারে কারিগরি ও গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন, দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রকল্প কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সংস্কার ও সুশাসন

উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন-সংশোধন, আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার ও সিটিজেন চার্টার কর্মপরিকল্পনা সংযুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন ছাড়াও পদোন্নতি ও নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন-সংশোধন এবং শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা হয়। ২০১০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পরপর ১২টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ৩৫,৬৬২ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য কমিশন কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কাজ দমন ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনার পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। টোল ফ্রি হটলাইন (১০৬) চালুর মাধ্যমে সহজে জনসাধারণ দুর্নীতির প্রাত্যহিক অভিযোগসমূহ সরাসরি দুদকে উপস্থাপন করতে পারছে। সম্প্রতি টোল ফ্রি হটলাইনের পাশাপাশি অভিযোগ গ্রহণের নিমিত্ত আইএসডি নম্বর +৮৮০৯৬১২১০৬১০৬ চালু হয়েছে। দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট প্রতিনিয়ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তরে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করছে। জুলাই, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ২,৪১৭টি তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করা হয়। কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশনের জন্য এবং তদন্ত ও মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ সঠিকভাবে পরিবীক্ষণের জন্য ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দুদকে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমানে মোট ৩টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।